শ্রীহর্ষের নাটকত্রয়

ভারতবর্ষে তিনজন প্রসিদ্ধ হর্ষের কথা জানা যায়—একজন নাট্যকার শ্রীহর্ষ, অপরজন 'নৈষধচরিত' এর রচয়িতা শ্রীহর্ষ, অন্যজন কাশ্মীররাজ শ্রীহর্ষ। 'নৈষধচরিত'-প্রণেতা শ্রীহর্ষ দ্বাদশ শতকের কবি। তিনি তাঁর এই মহাকাব্যের বিভিন্ন সর্গান্ত শ্লোকে তাঁর অন্যান্য রচনার কথা উল্লেখ করেছেন। সেখানে কোন নাট্যকৃতির উল্লেখ নেই। তৃতীয় জন্য ১১১৩ খ্রী থেকে ১১২৫ খ্রীষ্টাব্দের অন্তর্বর্তীকালে কাশ্মীরের রাজপদ অলংকৃত করেছিলেন। এই শ্রীহর্ষের সাহিত্যকীর্তির কথা অজ্ঞাত। প্রথমোক্ত শ্রীহর্ষ পুষ্যভূতি বংশোদ্ভব থানেশ্বররাজ। ইনি গদ্যকাব্য-রচয়িতা বাণের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বাণভট্টের 'হর্ষচরিত' এই শ্রীহর্ষেরই জীবনেতিহাস ও কীর্তিকাহিনীর চিত্রময় কথারূপ। ৬০৬ খ্রীঃ থেকে ৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শ্রীহর্ষদেব সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন। এই রাজাধিরাজ শ্রীহর্ষই যে প্রখ্যাত নাট্যকার এবং রত্নাবলী, প্রিয়দর্শিকা ও নাগানন্দের রচয়িতা একথা প্রায় সর্ববাদিসম্মত।

নবম শতাব্দীর নাট্যকার দামোদরগুপ্ত তাঁর 'কুট্টনীমতম্' নাটকে শ্রীহর্ষের রত্নাবলীর উল্লেখ করেছেন। ইৎ সিং নাগানন্দের কাহিনী অবলম্বনে শ্রীহর্ষরচিত নাটকের কথা উল্লেখ করেছেন। ইৎ-সিং সপ্তম শতাব্দীর শেষার্ধে ভারতে ছিলেন। সুতরাং নাট্যকার শ্রীহর্ষ এঁদের পূর্ববর্তী। এই পূর্ববর্তিত্ব রাজা শ্রীহর্ষকেই সূচিত করে। তবুও 'রত্নাবলী' নাটিকার রচয়িতা সম্পর্কে নানা সংশয় আছে। কাব্যপ্রকাশের "শ্রীহর্ষাদের্ধাবকাদীনামিব ধনম্" (১.২) এই উক্তিকে টীকাকার মহেশ্বর এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—"শ্রীহর্ষো রাজা। ধাবকেন কবিনা রত্নাবলীং নাম নাটিকাং তন্নাম্না কৃত্বা ততো ধনং লব্ধম্।" অর্থাৎ কবি ধাবক স্বরচিত রত্নাবলী নাটিকা রাজা শ্রীহর্ষের নামে লিখে দিয়ে তাঁর কাছ থেকে অর্থলাভ করেছিলেন। কিন্তু ধাবকের কোন বৃত্তান্ত জানা যায় না। কাব্যপ্রকাশের কোন কোন সংস্করণে ধাবকের স্থলে 'বাণ' এর উল্লেখ আছে। কিন্তু বাণের রচনারীতির সঙ্গে রত্নাবলী, প্রিয়দর্শিকা বা নাগানন্দ নাটকের রচনারীতির দুস্তর ব্যবধান। কাজেই খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধের পুষ্যভূতি বংশোদ্ভব সার্বভৌম রাজা শ্রীহর্ষই এই নাটকত্রয়ের রচয়িতা। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের জগতকে শ্রীহর্ষ তিনটি নাট্যকৃতি উপহার দিয়েছেন—রত্নাবলী, প্রিয়দর্শিকা এবং নাগানন্দ।

রত্নাবলী চার অঙ্কের নাটিকা জাতীয় উপরূপক। সিংহলরাজকন্যা রত্নাবলী এবং বৎসরাজ উদয়নের প্রণয়কাহিনী অবলম্বনে এটি রচিত। সমুদ্রে প্রবহণ বিপর্যয়ে বিপন্না সিংহলরাজদুহিতা রত্নাবলীকে উদ্ধার করে কৌশাম্বীর এক বণিক অর্পণ করলেন যৌগন্ধরায়ণের কাছে। যৌগন্ধরায়ণ সাগরিকা নাম দিয়ে তাকে গচ্ছিত রাখলেন বৎসরাজমহিষী বাসবদত্তার কাছে। বসন্তোৎসবে মদনকান্তি উদয়নকে দেখে সাগরিকার

Scanned with CamScanner

চিত্ত প্রেমে উদ্বেল হল। উদয়নও চিত্রফলকে অঙ্কিত সাগরিকারে দেখে মুগ্ধ হলেন। উভয়ের প্রণয়ের কথা জেনে ক্ষুব্ধা বাসবদত্তা অন্তঃপুরে সাগরিকাকে অন্তরীণ করে রাখলেন। অবশেষে সিংহলরাজ বিক্রমবাহুর মন্ত্রী বসুভূতির আগমনে সাগরিকার যথার্থ পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হল। এভাবে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে বাসবদত্তার আনুকূল্যে নায়ক-নায়িকার মিলনে নাটকটি সমাপ্ত হয়েছে।

প্রিয়দর্শিকা চার অঙ্কের নাটিকা। অঙ্গরাজ দৃঢ়বর্মার কন্যা প্রিয়দর্শিকার সঙ্গে বৎসরাজ উদয়নের মিলন কাহিনী এই নাটিকার প্রধান উপজীব্য বিষয়। অঙ্গরাজ দৃঢ়বর্মা উদয়নের সঙ্গে কন্যার বিবাহের মনস্থ করে তাকে উদয়নের কাছে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেছেন। ইত্যবসরে তিনি কলিঙ্গরাজের হাতে পরাজিত হয়ে বন্দী হন। উদয়নের সেনাপতির সহায়তায় প্রিয়দর্শিকা উদয়নেরই অন্তঃপুরে স্থান লাভ করেন। তাঁর নাম হয় আরণ্যকা। উদয়ন ও আরণ্যকার পারস্পরিক প্রণয়ের কথা জেনে ক্রুদ্ধা রাজমহিষী বাসবদত্তা আরণ্যকাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। অবশেষে আরণ্যকার প্রকৃত পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়। আরণ্যকা বাসবদত্তারই মাতুলকন্যা। উদয়ন ও আরণ্যকার মিলনে নাটকটি সমাপ্ত হয়েছে। ঘটনাবিন্যাসে, চরিত্রচিত্রণে এবং আখ্যানভাগের পরিণতির দিক দিয়ে রত্নাবলী নাটিকার সঙ্গে প্রিয়দর্শিকার সাদৃশ্য আছে। তবে বাসবদত্তা এখানে পদে পদে মানবতী নায়িকা, অনেক বেশী স্বার্থপরায়ণা।

নাগানন্দ ভিন্ন স্বাদের পাঁচ অঙ্কের নাটক। বিদ্যাধররাজ জীমূতকেতুর পুত্র জীমূতবাহনের আত্মদানের কাহিনী অবলম্বনে নাটকটি রচিত। মলয়পর্বতে জীমূতবাহন অনিন্দ্যসুন্দরী মলয়বতীকে দেখলেন। উভয়ের মধ্যে সঞ্চারিত হল প্রণয়। প্রণয় বর্ষবসিত হল পরিণয়ে। একদিন সমুদ্রের বেলাভূমিতে শ্যালক মিত্রাবসুর সঙ্গে ভ্রমণকালে জীমূতবাহন এক করুণ ক্রন্দনধ্বনি শুনলেন, অনুসন্ধান করে জানতে পারলেন যে পক্ষীরাজ গরুড়ের খাদ্যরূপে পুত্র শঙ্খচূড়কে আজ বধ্যশিলায় প্রেরণ করতে হবে। এ ক্রন্দনধ্বনি শঙ্খচূড়ের মাতার মাতৃহৃদয়েরই মর্মভেদী হাহাকার। পরহিতব্রতী জীমূতবাহন শঙ্খচূড়ের জীবন রক্ষার জন্য নিজেই বধ্যশিলায় উপবেশন করলেন। গরুড় তাঁকে ভক্ষণ করছে অথচ ভক্ষ্য নির্বিকার। নিজের ভুল বুঝতে পেরে গরুড় অনুতপ্ত হল। অবশেষে জীমূতবাহনের প্রার্থনায় গরুড়ের সর্পভক্ষণ বন্ধ হল, অমৃতসিঞ্চনে নিহত নাগকুল পুনর্জীবিত হল।

"শ্রীহর্ষো নিপুণঃ কবিঃ।" শুধু কবি হিসাবে নয়, নাট্যকার হিসাবেও শ্রীহর্ষ নিপুণ। তিনটি নাটকেরই কাহিনীর উৎস সম্ভবতঃ গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা'। তবে প্রতিটি নাটকের কাহিনী-বিন্যাসে নাট্যকারের উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় স্পষ্ট। 'রত্নাবলী' ও 'প্রিয়দর্শিকা'-তে শৃঙ্গাররস এবং 'নাগানন্দে' বীররসকে অঙ্গীরসরূপে উপস্থাপিত করে রস-পরিবেশনেও শ্রীহর্ষ মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। নাট্যকারের কল্পনাপ্রভাবেই মগধরাজকন্যা পদ্মাবতী সিংহলরাজদুহিতা রত্নাবলীতে রূপান্তরিত হয়েছেন। ঐন্দ্রজালিকের যাদুবিদ্যার প্রভাবে সৃষ্ট আগুনকে নাট্যকার নায়ক-নায়িকার মিলনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির কাজে

Scanned with CamScanner

লাগিয়েছেন। মানবতী বাসবত্তার স্বার্থচিন্তা এবং বসন্তোৎসবের পরিকল্পনা রত্নাবলীর হৃদয়ে প্রেমোন্মেষের সহায়ক হয়ে উঠেছে। নাগানন্দে প্রেম ও করুণার আদর্শ শেষপর্যন্ত দয়াবীরে পর্যবসিত হয়েছে। মহাপ্রাণ জীমূতবাহনের আত্মদান মর্ত্যলোকে বহন করে এনেছে অমৃতের বাণী। চরিত্রচিত্রণেও শ্রীহর্ষের নৈপুণ্য প্রশংসনীয়। সব ক'টি নাট্যকৃতিতে পূর্বসূরীদের কাছে বিশেষতঃ ভাসের কাছে তাঁর ঋণ স্পষ্ট হলেও প্রণয়মধুর পরিবেশ সৃষ্টিতে কবির স্বকীয়তা প্রশংসার দাবী রাখে। পরবর্তী নাট্যতত্ত্ববিদ্‌গণ বিভিন্ন নাট্যকলার উদাহরণরূপে 'রত্নাবলী' নাটিকার বিভিন্ন অংশ উদ্ধৃত করেছেন। 'রত্নাবলী' যে নাট্যকার শ্রীহর্ষের সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। সাহিত্যরসিক ডঃ এস. কে. দে তাই মন্তব্য করেছেন—"The Sanskrit dramaturgists quote the Ratnāvali, which is undoubtedly Harsa's masterpiece, as the standard of well-knit play.[১]"

Scanned with CamScanner